TAJWEED NOTE

FOR SECOND SEMESTER

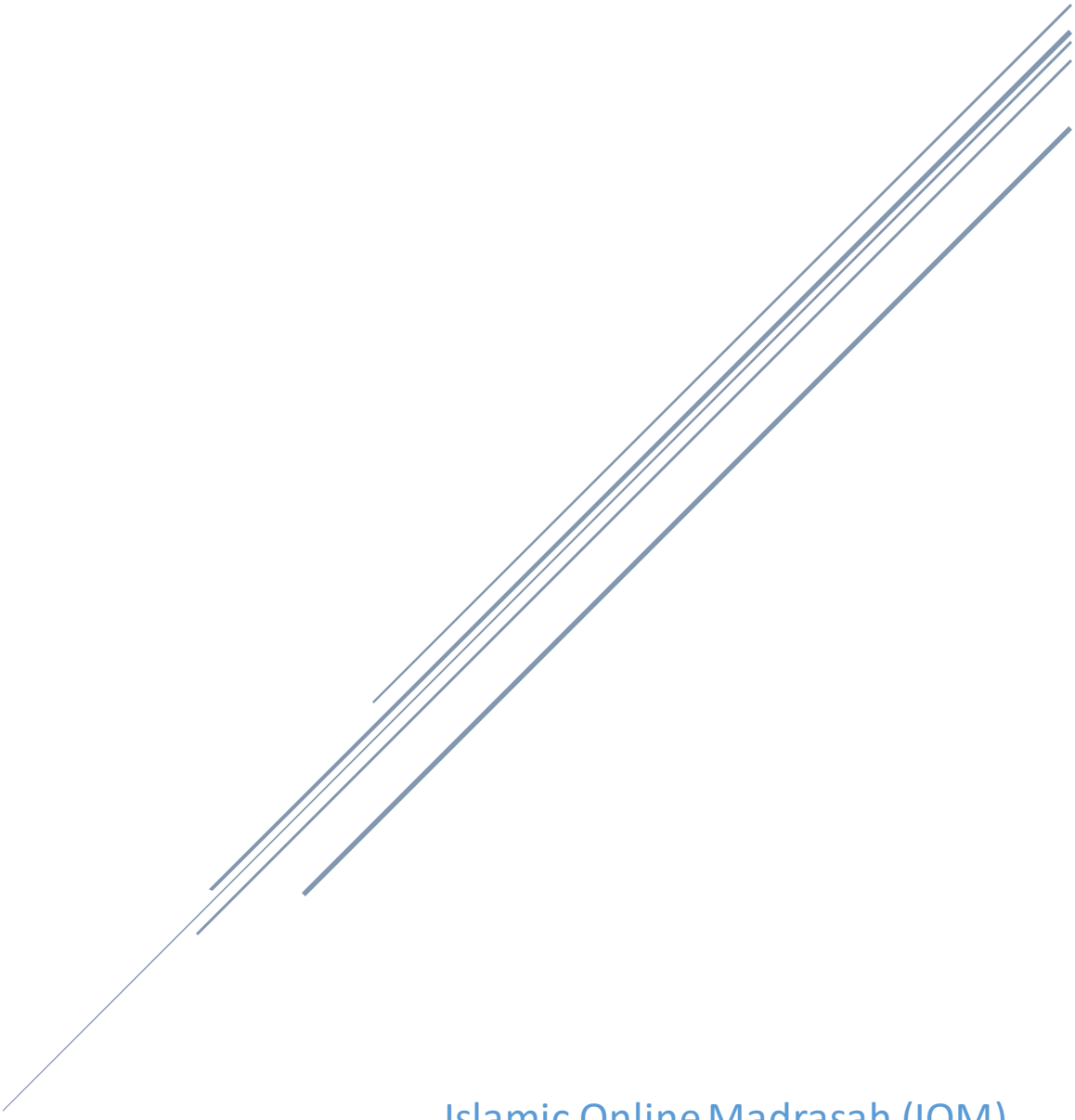

Islamic Online Madrasah (IOM)
Tajweed 102

মাওলানা মামুনুর রশিদ উস্তায নোট টা দেখে দিয়েছেন সময় করে। মুফতি মাজহারুল ইসলাম সাঈদ উস্তায নোট তৈরিতে অনেক সাহায্য করেছেন। আল্লাহ উনাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মানিত করুন। উনাদেরকে নেক হায়াত প্রদান করুন। আমিন।

নুন সাকিন ও তানবীনের গুন্নাহের ৩ টি অবস্থাঃ

১। নুন সাকিন বা তানবীনের পরে যদি ل,ر,خ,غ,ح,ع,ه,ء আসে, তাহলে গুন্নাহ হবে না; অন্যথায় গুন্নাহ হবে।

২। নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ب আসলে, উক্ত নুন সাকিন বা তানবীনকে م দিয়ে বদল করে গুন্নাহ সহ পড়তে হয়।

৩। নুন সাকিনের পরে একই শব্দে ي বা و থাকলে, গুন্নাহ হবে না; ভিন্ন শব্দে আসলে গুন্নাহ হবে। যেমনঃ دُنْيَا এখানে গুন্নাহ হবে না।

ওয়াকফঃ

১। ওয়াকফ করার হরফে যদি খাড়া যবর বা দুই যবর থাকে, তাহলে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে; আর না থাকলে সাকিন করতে হবে। যেমনঃ ওয়াকফ করার হরফে যদি খাড়া যের বা উল্টা পেশ থাকে, তাহলে সাকিন হবে।

* একটি ব্যতিক্রম নিয়মঃ গোল তা (ة) তে ওয়াকফ করলে, ه হয়ে সাকিন হয়ে যায়; ة এর উপর দুই যবর বা খাড়া যবর থাকুক বা না থাকুক। যেমনঃ لَا غِيَةً ⟶ لَا غِيَهْ

২। যবর এর বাম পাশে খালি আলিফ বিশিষ্ট হরফ এ ওয়াকফ করলে, এক আলিফ টানতে হবে। যেমনঃ وَارْحَمْنَا، فِيْمَا

৩। মদ্দে তবায়ীর পরের হরফে থামলে, মদ্দে তবায়ীকে ৩ আলিফ টানতে হবে। যেমনঃ اَلِيْمٍ، مَمْنُوْنٍ، فِيْهِ

৪। যেই হরফে ওয়াকফ করবো, সেই হরফে মদ্দে তবায়ী (যবর এর বাম পাশে খালি আলিফ বা খাড়া যবর) বা দুই জবর থাকলে এবং তার আগের হরফে মদ্দে তবায়ী (যবর এর বাম পাশে খালি আলিফ বা যের এর বাম পাশে জযমওয়ালা ي বা পেশ এর বামপাশে জযমওয়ালা و) বা খাড়া যবর বা দুই যবর থাকে, তাহলে ওয়াকফ করার হরফে এক আলিফ টানতে হবে। ওয়াকফের আগের হরফে তিন আলিফ টানতে হবে না। যেমনঃ فِيْمَا এখানে 'মা' তে এক আলিফ টান হবে। 'ফি' তে ৩ আলিফ টান হবে না বরং 'ফি' তে এক আলিফ পরিমাণ টান হবে।

অর্থাৎ, ১ এবং ২ নং এ আমরা যেই নিয়ম পড়ে এসেছি, সেটাই এখানে কার্যকর হবে। মানে, ওয়াকফ এর হরফে যবর এর বাম পাশে খালি আলিফ বা খাড়া যবর বা দুই জবর থাকলে এক আলিফ টান হবে।

৫। লীনের হরফের পরের হরফে ওয়াকফ করলে, লীনের হরফকে এক আলিফ টানতে হবে। যেমনঃ كَيْفَ، يَوْمِ । তবে লীনের হরফের পর মদ্দে তবায়ী আসলে এবং সেই মদ্দে তবায়ীতে ওয়াকফ করলে, তখন আর লীনের হরফকে এক আলিফ টানতে হবে না বরং মদ্দে তবায়ীতে এক আলিফ টানতে হবে। যেমনঃ عَلَيْنَا। এখানে, 'লাই' এ কোনো টান হবে না বরং 'না' তে এক আলিফ টান হবে।

প্রশ্নঃ فِيْ أَنْفُسِهِمْ এখানে 'ফি' তে ওয়াকফ করলে কি তিন আলিফ টানতে হবে? উত্তরঃ না। বরং এক আলিফ টানতে হবে। 'ফি' এর পরে হামজাহ থাকার কারণে মিলিয়ে পড়ার সময় 'ফি' তে তিন আলিফ টান হবে। কিন্তু 'ফি' তে যদি ওয়াকফ করে ফেলি, তাহলে তো আর হামজাহ আসছেনা। তাই আর

তিন আলিফ টান হবে না। তবে মদ্দে তবায়ী হবার কারণে এক আলিফ পরিমাণ টানতে হবে।

ওয়াকফের বিভিন্ন চিহ্নঃ

ط = ওয়াকফে মুতলাক = এখানে ওয়াকফ করতে হবে

م = ওয়াকফে লাযেম = এখানে অবশ্যই ওয়াকফ করতে হবে অন্যথায় অর্থ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে

لا = এখানে ওয়াকফ না করা উত্তম

ج = এখানে ওয়াকফ করা জায়েয

ز = এখানে ওয়াকফ করা জায়েয

সাকতাহ= এখানে দম চালু থাকবে কিন্তু শব্দ বন্ধ থাকবে।

*** সাকিন বা তাশদীদের ডানে হরকত ছাড়া হরফ থাকলে সেটা উচ্চারণ হয় না।

*** সকল أَنَا টানতে মানা, টানতে হবে চার أَنَا,

أَنَا بَ، أَنَا بُوْ ا، أَنَا مِلَ، أَنَا سِيَّ

ل কখন মোটা করে পড়তে হবে আর কখন পাতলা করে?

الله শব্দের ل ছাড়া অন্য সকল ل সকল অবস্থায় পাতলা হয়।

اللہ শব্দের ل এর ডানে যবর বা পেশ থাকলে اللہ শব্দের ل কে মোটা করে পড়তে হয়। যেমনঃ اِنَّ اللهَ، خَلْقُ اللهِ

اللہ শব্দের ل এর ডানে যের থাকলে اللہ শব্দের ل কে পাতলা করে পড়তে হয়। যেমনঃ دِيْنِ اللهِ

ر কখন মোটা করে পড়তে হবে আর কখন পাতলা করে?

মূল নিয়ম যা ক্লাসে পড়ানো হয়েছেঃ

ر এর উপর যবর বা পেশ থাকলে ر কে মোটা করে পড়তে হয়। ر এর নীচে যের থাকলে পাতলা করে পড়তে হয়।

অতিরিক্ত নিয়ম যা ক্লাসে এখনো পড়ানো হয় নিঃ

১। ر সাকিন এর ডানে যবর বা পেশ থাকলে ر কে মোটা করে পড়তে হয়। যেমনঃ أَرْسَلْنَا

২। ر সাকিন এর ডানে একই শব্দে যের থাকলে এবং ر এর বামে মোটা ৭ টি হরফের যে কোনো একটি হরফ না থাকলে, উক্ত ر কে পাতলা করে পড়তে হয়। যেমনঃ فِرْعَوْنَ

ر সাকিন এর ডানে ভিন্ন শব্দে যের থাকলে, মিলিয়ে পড়ার সময় ر কে মোটা করে পড়তে হবে। যেমনঃ أَمِ ارْتَابُوْا

২। ر সাকিন এর বামে একই শব্দে মোটা ৭ টি হরফের যে কোনো একটি থাকলে ر কে মোটা করে পড়তে হবে। যেমনঃ مِرْصَادًا

তবে ভিন্ন শব্দে মোটা হরফ আসলে পাতলা করে পড়তে হবে। যেমনঃ اَنْذِرْ قَوْمَكَ

৩। ر সাকিন যদি শব্দের প্রথম হরফ হয় এবং তার আগে হামজাতুল ওয়াসল থাকে, তাহলে উক্ত ر কে মোটা করে পড়তে হবে। যেমনঃ ارْكَعُوْا

মোটা হরফ

মোটা হরফ ৭ টি। ق خ غ ظ ط ض ص

মোটা হরফ উচ্চারণে মুখটা উপর-নিচ থাকবে। জিহ্বার গোড়া উপরের দিকে উঠে থাকবে।

পাতলা হরফ উচ্চারণে মুখ পাশ হবে। জিহ্বার গোড়া নিচের দিকে ছড়িয়ে থাকবে। জিহ্বার গোড়া উপরের দিকে উঠবে না।

দু'আসমূহঃ

ঘুমানোর সময় যে দু'আ পড়তে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩১৪)

ঘুম থেকে উঠে যে দু'আ পড়তে হয়ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ

(বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩২৪)

খানা সামনে আসলে এই দু'আ পড়তে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

খানার শুরুতে এই দু'আ পড়তে হয়ঃ

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ

খানার শেষে এই দু'আ পড়তে হয়ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে এই দু'আ পড়তে হয়ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ
الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ

বাথরুমে থেকে বের হবার পর এই দু'আ পড়তে হয়ঃ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَذْهَبَ عَنِّی
الْاَذٰی وَعَافَانِیْ

যানবাহনে চড়ার দু’আঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى

মসজিদে প্রবেশের ৫ টি সুন্নতঃ

১। বিসমিল্লাহ বলা

২। দুরুদ শরীফ পড়া

৩। এই দুয়া পড়াঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উল্লেখিত দুয়াগুলো একত্রে এভাবে পড়া যায়ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

৪। মসজিদে ডান পা আগে রাখা

৫। মসজিদে প্রবেশ করে ই’তিকাফের নিয়ত করা

* মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে জুতার উপর বাম পায়ে দাঁড়াবে। অতঃপর ডান পায়ের জুতা খুলে দু’আসমূহ পড়ে তারপর প্রথমে ডান পা মসজিদের ভিতরে রাখবে।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় ৫ টি সুন্নতঃ

১। বিসমিল্লাহ বলা

২। দুরুদ শরীফ পড়া

৩। এই দুয়া পড়াঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উল্লেখিত দুয়াগুলো একত্রে এভাবে পড়া যায়ঃ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

এই দু'আগুলো বের হওয়ার আগেই পড়বে।

৪। অতঃপর প্রথমে ডান পায়ে জুতা পড়া। তারপর বাম পায়ে পড়া।

৫। মসজিদের বাইরে বাম পা আগে রাখা

আযান ও ইকামাতঃ

[রং পরিবর্তন মানে দম ছাড়তে হবে অর্থাৎ, একই রং ওয়ালা লাইন এক দমে পড়তে হবে]

আযান	ইকামাত
الله أكبر,الله أكبر	الله أكبر,الله أكبر
الله أكبر,الله أكبر	الله أكبر,الله أكبر
أشهد أن لا اله إلا الله	أشهد أن لا اله إلا الله
أشهد أن لا اله إلا الله	أشهد أن لا اله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله	أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله	أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة	حي على الصلاة
حي على الصلاة	حي على الصلاة
حي على الفلاح	حي على الفلاح
حي على الفلاح	حي على الفلاح
الله أكبر,الله أكبر	قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ
لا إله إلا الله	قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ
	الله أكبر,الله أكبر
	لا إله إلا الله

* আযানের ক্ষেত্রে, ডান দিকে মাথা ঘুড়িয়ে তারপর (শুধু মাথা ঘুড়বে, শরীর না) حي على الصلاة বলবেন, তারপর মাথা আবার সোজা করে ফেলবেন। তারপর আবার ডান দিকে মাথা ঘুড়িয়ে নিয়ে (শুধু মাথা ঘুড়বে, শরীর না) حي على الصلاة বলবেন, তারপর মাথা আবার সোজা করে ফেলবেন।

একই ভাবে, বাম দিকে মাথা ঘুড়িয়ে তারপর حي على الفلاح বলবেন, তারপর মাথা আবার সোজা করে ফেলবেন। তারপর আবার বাম দিকে মাথা ঘুড়িয়ে নিয়ে حي على الصلاة বলবেন, তারপর মাথা আবার সোজা করে ফেলবেন।

* ইকামাত এর ক্ষেত্রে, ডান দিকে মাথা ঘুড়িয়ে তারপর (শুধু মাথা ঘুড়বে, শরীর না) حي على الصلاة, حي على الصلاة একদমে বলবেন, তারপর মাথা আবার সোজা করে ফেলবেন।

একই ভাবে, বাম দিকে মাথা ঘুড়িয়ে তারপর حي على الفلاح

حي على الفلاح, একশ্বাসে বলবেন, তারপর মাথা আবার সোজা করে ফেলবেন।

জানাযার দু'আসমূহঃ

জানাযার ৩য় তাকবীরের পর বালেগ পুরুষ বা মহিলার জন্য দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَه مِنَّا فَاَحْيِه عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَه مِنَّا فَتَوَفَّه عَلَى الْاِيْمَانِ.

জানাযার ৩য় তাকবীরের পর নাবালেগ ছেলের জন্য দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

জানাযার ৩য় তাকবীরের পর নাবালেগ মেয়ের জন্য দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াতঃ

এই ৩ আয়াত যখন আলাদাভাবে পাঠ করা হয়, তখন এর শুরুতে بِسْمِ اللهِ أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ এর পরিবর্তে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ৩ বার পড়ে শুরু করতে হয়।

يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿٢٢﴾
هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ
السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ
سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿٢٤﴾ ع

আয়াতুল কুরসিঃ

وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ
لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا
الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ
عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ
ٱلْأَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ
ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ

* সূরা ইয়াছিন, সূরা মা'উন, সূরা কাউসার, সূরা কাফিরুন ও পড়তে হবে।